তারিখ ... 15 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

সম্পাদকীয়

ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত

'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'

অবশেষে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ওপর আরোপিত ৭ দশমিক ৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গতকাল সোমবার অর্থ মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে গত কয়েকদিন ক্লাস বর্জন, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সড়ক অবরোধ করেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে সাধারণ মানুষ অবর্ণনীয় কষ্টের শিকার হয়েছে। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো অবরোধের কারণে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হওয়ায় আটকা পড়ে অসংখ্য যাত্রী। প্রচণ্ড গরমে গাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকে তারা। সবচেয়ে দুর্ভোগে পড়ে রোগী, নারী, শিশু ও বৃদ্ধারা। গতকাল যুগান্তরের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় রাস্তা অবরোধের কারণে গুরুতর অসুস্থ রোগী ও লাশ বহনকারী তিনটি অ্যাম্বুলেন্স আটকে থাকার দৃশ্য দেখা যায়। এই একটি ছবিই বলে দেয়, সরকারের একটি অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্তের কারণে এ ক'দিন নগরবাসীকে কী দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

প্রশ্ন হল, এর দায়ভার কার? আমরা বলব, সরকারের যেসব নীতিনির্ধারক শিক্ষার্থীদের ওপর এ ধরনের ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তারাই এজন্য দায়ী। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র হার এমনিতেই অনেক বেশি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেখানে নামমাত্র টিউশন ফি দিয়ে পড়াশোনা করে, সেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাধারণভাবে গুনতে হয় পুরো কোর্সের জন্য কমপক্ষে তিন লাখ টাকা। কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অংক আরও বেশি। অধিকন্তু তাদের টিউশন ফি'র ওপর যখন ভ্যাট চাপিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হল, তখন স্বভাবতই তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাও ভালো, এই শিক্ষার্থীরা সহিংসতার আশ্রয় নেয়নি। তারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করেছে। তাদের আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত সরকারকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি'র ওপর ভ্যাট আরোপের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে হল। অথচ শুরুতেই সরকার যৌক্তিক ও অবিতর্কিত পথে হাঁটলে শিক্ষার্থীদের এভাবে আন্দোলন নামতে হতো না, মানুষকেও পড়তে হতো না দুর্ভোগে। এ ঘটনা বহুল প্রচলিত সেই প্রবাদবাক্যটির কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়— 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করার পর অর্থমন্ত্রীর নানা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। যেমন— তার বিভ্রান্তিকর মন্তব্যগুলো হল ১. ভ্যাটের টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করবে নাকি শিক্ষার্থীরা? ২. শিক্ষার্থীদের ওপর ভ্যাটের বোঝা এক বছর পর থেকে বাস্তবায়িত হবে। ৩. শিক্ষার্থীরা মাসে এক হাজার টাকা ব্যয় করতে পারলে বাড়তি ৭৫ টাকা কেন দিতে পারবে না ইত্যাদি। অথচ সরকার দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলে মানুষের দুর্ভোগ দীর্ঘায়িত হতো না।

সাধারণভাবে একটি ধারণা রয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বিত্তবানদের সন্তানরা লেখাপড়া করে। এ ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এমন অভিভাবকও আছেন, যারা অতি কষ্টে তাদের সন্তানদের টিউশন ফি জোগাড় করে থাকেন। ফলে টিউশন ফি'র ওপর অতিরিক্ত ভ্যাট আরোপ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের ওপর তৈরি করেছিল বাড়তি আর্থিক চাপ। এ চাপ বহনের ক্ষমতা অনেকেরই নেই। সরকার এ বাস্তবতাটা আগেই অনুধাবন করলে এ ধরনের অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।